বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১০ ইং

প্রতিবেদন প্রনয়নে

প্রধান অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ওআরএ)**

জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

মোবাঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

ঢাকা অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ওআরএ)**

২৭১ / ৭, নীচ তলা, জাফরাবাদ, শংকর,মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ৯১২৯৪১০. মোবাঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

Email: oradhakaora @yahoo.com

ভূমিকা

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব,অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা,চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব। এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়ন কল্পে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেনট (ওআরএ) সংস্থটি ১৯৮৮ সালের ১লা জুন থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার রামনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ এর একার পক্ষে সম্ভব নহে। ওআরএ জন্ম লগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষ্যে গরীব মানুষের উন্নয়ন বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ওআরএ-এর নূন্যতম অভিজ্ঞতা থেকে এ উপলব্ধি হয়েছে যে যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকে যদি বিশ্লেষনমুখী সচেতন করে উদোদ্ধ করা যায় তাহলে হয়ত বা কাজগুলো টেকসই হবে। এ প্রেরনা থেকে ২০০৬ ইং থেকে ওআরএ-এর প্রতিটি কর্মসূচীই Community Led Approach-এ করার জন্য কর্মী বাহিনীকে তৈরী করা হচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কাজের টেকসই ও গ্রহন যোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী চালিয়ে যাচেছ। এ প্রতিবেদনে ও,আর,এ এর কার্যক্রমের কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটবে।

এই রিপোর্ট তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যৎতে শুধরানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভেচছান্তে,
এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ, কিশোরগঞ্জ।

অফিস পরিচিতি

প্রধান অফিস :	ঢাকা অফিস :
অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ মোবাইল : ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮	অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) ২৭১/৭ (নীচ তলা) জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭ মোবাইল :১০৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৪০৭৫ ফোন : ০২-৯১২৯৪১০ ইমেইল:oradhakaora @ yahoo.com

শাখা অফিস

ও,আর,এ-করিমগঞ্জ শাখা	ও,আর,এ-নিয়ামতপুর শাখা	ওআরএ- নানশ্রী শাখা
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। (সৌহার্দ্য ,ক্ষুদ্র ঋন স্বাস্থ্য, পুষ্টি শিক্ষা) ০১৭১২-১৫৩০৫৭	নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ (সৌহার্দ্য কর্মসূচী ও ঋন কর্মসূচী) ০১৭১৬-৮৫৮০৮৬	গ্রাম ও পো: নানশ্রী, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ ক্ষুদ্র ঋন ও দাতব্য চিকিৎসা ০১৭১৬-৪২৫৭৪৭

প্রকল্প অফিস

ওআরএ মির্জানগর শাখা
হাইসাওয়া প্রকল্প শোবার বাজার, মির্জানগর ইউ, পি কমপ্লেক্স উপজেলা: পরশুরাম,: জেলা: ফেনী ০১৭১২৮৫১৯২৪

ভূমিকা:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ১৯৮৮ সালের ১ লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নিভৃত পল্লীতে। এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম। শুরুতে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারন মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ ইং তারিখ সমাজসেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় যার নিবন্ধন নম্বর কিশোর ০১৬৫ কিন্তু ১৯৯৪ ইং সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করার সময় সংস্থার নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরন অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) করে নিবন্ধন করা হয়। যার নিবন্ধন নম্বর ৮২৮ তারিখ ০৯-০৫-১৯৯৪ ইং। পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ২০২/০৬ তারিখ ২৩-০৫-২০০৬ ইং এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭ ।

সংস্থার লক্ষ্য :

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সংস্থার ভিশন :

স্থানীয় এবং বহিরাগত সম্পদ বিশেষ করে মানব, কৃষি, পশু ও পানি সম্পদের মত আরও কিছু সম্পদ সমাবেশীকরনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাস্থ দুস্থ, গরীব, ক্ষমতা বঞ্চিত গ্রামীন এবং শহরের পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়ন করে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংস্থার উদ্দেশ্য :

সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচেছ :

- লক্ষিত জনগোষ্টীকে দল গঠন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা।
- সংগঠিত দলে ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থনের সৃষ্টি করা।
- অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে আয় ও কর্ম সংস্থন বৃদ্ধি করা
- শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থর উন্নয়ন।
- স্বাস্থ্য , HIV /AIDS প্রতিরোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহন।
- কৃষি, পশু সমপদ, বনায়ন ও মৎস সমপদের উন্নয়ন।
- শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও ব্যক্তি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা এবং ভোটার এডুকেশনের মাধ্যমে গনতন্ত্রায়ন।

বর্তমান কর্ম এলাকা :

জেলা		উপজেলা		ইউনিয়ন		গ্রাম/ মহল্লা
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	
০১	কিশোরগঞ্জ	০১	কিশোরগঞ্জ সদর	০১	কিশোরগঞ্জ পৌর সভা	০৯
				০২	বৌলাই	০৪
				০৩	কর্শাকরিয়াইল	০১
				০৪	রশিদাবাদ	০২
				০৫	মহিনন্দ	০৯
		০২	করিমগঞ্জ	০১	করিমগঞ্জ	০৮
				০২	নিয়ামতপুর	০৬
				০৩	সুতারপাড়া	১০
				০৪	কাদিরজঙ্গল	০১
				০৫	গুজাদিয়া	০১
				০৬	নোয়াবাদ	১৯
				০৭	গুনধর	০৬
				০৮	জয়কা	১০
				০৯	দেহুন্দা	০২
				১০	বারঘরিয়া	০৭
				১১	জাফরাবাদ	০৩
		০৩	তাড়াইল	০১	দাহিমা	০৪
				০২	দীঘা দাইর	০১
		০৪	ইটনা	০১	ইটনা সদর	০৪
				০২	জয়সিদ্দি	০৪
				০৩	চৌগাংগা	০৪
				০৪	বড়ই বাড়ী	০৪
				০৫	এলংজুরী	০৫
				০৬	মৃগা	০৭
				০৭	ধনপুর	০৭
				০৮	বাদলা	০৪

				০৯	রায়চুটি	০৫
০২	ফেনী	০৫	পরশুরাম	০১	১ নং মির্জানগর	২৬
০২		০৫		২৮		১৭৩

বর্তমান কর্মসূচী :

- দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন।
- ঋনদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- সৌহার্দ্য কর্মসুচী।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা
- আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
- রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC)
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন।
- দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন।
- হাইজিন,ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন কর্মসুচী (HYSAWA)।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা।
- শিশু অধীকার সংরক্ষন বিষয়ক কর্মসুচী পালন।
- কৃষি, পশু ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।
- প্রশিক্ষন (সাধারন ও কারিগরি)।

মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

কর্মসুচীর ধরন	দলের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী
ক্ষুদ্র ঋন কর্মসুচী	১৫০	১৯৪৫	১০৬৯৭
সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী	-	২৫৫৪০	১৪০৪৭০
মোট	**১৫০**	**২৭৪৮৫**	**১৫১১৬৭**

মোট কর্মী:

পুরুষ	মহিলা	মোট
৬৪	১২০	১৮৪

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীর বিবরন :

ক্র:নং	কর্মসূচীর নাম	নিয়মিত কর্মী			প্রকল্প কর্মী			সর্ব মোট		
		পু:	ম:	মোট	পু:	ম:	মোট	পু:	মহিলা	মোট
০১	দল গঠন ও ঋন দান কর্মসূচী	০৪	০২	০৬	-	-	-	০৪	০২	০৬
০২	সৌহার্দ্য কর্মসূচী	১৮	০৪	২২	১২	৩৬	৪৮	৩০	৪০	৭০
০৩	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী	০২	০১	০৩	-	-	-	০২	০১	০৩
০৪	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০৫	৪৮	৫৩	-	-	-	০৫	৪৮	৫৩
০৫	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০১	০৩	০৪	-	-	-	০১	০৩	০৪
০৬	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন	০৪	০৯	১৩	-	-	-	০৪	০৯	১৩
০৭	মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা	-	-	-	০৪	০৫	০৯	০৪	০৫	০৯
০৮	দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন	০২	০২	০৪	-	-	-	০২	০২	০৪
০৯	হাইসাওয়া প্রকল্প	০২	০১	০৩	০৯	০৯	১৮	১১	১০	২১
১০	গৃহায়ন কর্মসুচী	০১	-	০১	-	-	-	০১	-	০১
	মোট	৩৯	৭০	১০৯	২৫	৫০	৭৫	৬৪	১২০	১৮৪

বর্তমান দাতা সংস্থার নাম ও কার্যক্রম :

ক্রঃনং	দাতা সংস্থার নাম	কার্যক্রম
০১	সংস্থা ও উপকারভোগী	সঞ্চয় ও দল গঠন
০২	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা	ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
০৩	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়,বাংলাদেশ সরকার	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
০৪	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়, বাংলাদেশ সরকার।	Reaching Out of School Children (ROSC)
০৫	USAID & CARE-Bangladesh	সৌহার্দ্য কর্মসুচী
০৬	ব্র্যাক ও ইসি	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
০৭	এনজিও ফোরাম , ঢাকা।	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ।
০৮	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন **(বিএনএফ)**	মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী
০৯	স্থানীয় জনগন, বাংলাদেশ সরকার ও ডানিডা	হাইজিন, ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন।
১০	সমাজের দানশীল ব্যাক্তিদের জাকাতের অর্থে	বিনা মূল্যে ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান
১১	গৃহায়ন কর্মসুচী	বাংলাদেশ ব্যাংক

কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি :

০১. দল গঠন ও সঞ্চয় কর্মসূচী:

ও,আর,এ তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্রতা বিমোচন প্রচেষ্টা সমূহের যে বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর দল সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্টিশীল ধারনা, বিশ্বাস, ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সহযোগিতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে, আর এ সুযোগে এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেশী মহল তাদের শোষন করছে। এই স্বার্থান্বেশী মহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে ? গরীব মানুষের সেই অর্থ আসার একটি বড় উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ।

ডিসেম্বর ২০১০ ইং পর্যন্ত দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠনের সার্বিক তথ্য :

ক্রঃনং	বিবরন	পুরুষ	মহিলা	মোট	মোট সঞ্চয়
০১	দল গঠন	২৯	১২১	১৫০	৪,১৯,৯১৭.০০
০২	দলীয় সদস্য	৩০৩	১৬৪২	১৯৪৫	

০২. ঋনদান কর্মসূচী:

ও,আর,এ- প্রাথমিক অবস্থায় দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯২ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে পি,কে,এস,এফ-এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে এনলিসটেড হয়ে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে অদ্যবদি ঋন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত সংস্থা পিকেএসএফ থেকে ৩,৩৭,৪৬,০০০.০০ টাকা ঋন হিসেবে গ্রহন করেছে।

ওআরএ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উপকার ভোগী কর্তৃক গরু মোটাতাজা করণ প্রকল্প।

পি,কে,এস,এফ এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে ডিসেম্বর – ২০১০ ইং পর্যন্ত বিতরন করা হয়েছে আট কোটি আটাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত বায়ান্ন টাকা মাত্র (৮,২৮,৩৪,৬৫২.০০) টাকা এবং আদায় হয়েছে সাত কোটি পচাশি লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ (৭,৮৫,০৩,৫৪৭.০০) টাকা বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে স্থিতি আছে উনপঞ্চাশ লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শত তিপান্ন (৪৯,৬১,৬৫৩.০০) টাকা।

০৩. সৌহার্দ্য কর্মসুচী:

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

২০০৯ ইং সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট ১৮ টি জেলার ৪ লক্ষ দুঃস্থ পরিবারের স্থায়ী এবং অস্থায়ী খাদ্য অনিশ্চয়তা স্থায়ীভাবে কমিয়ে আনা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমুহ:

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য –১ :

লক্ষীত খানাগুলোর অধিকার সংরক্ষন ও সেবাদানকারী সংস্থসমুহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরনের মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্থ খানার সেবার প্রাপ্যতা ও তাদের খাদ্য নিশ্চয়তা বিধানে অর্থনৈতিক সুযোগের উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ২ :

প্রকল্পভূক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ ও পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: ৩

লক্ষীত ঝুকিপূর্ন খানার ৪ লক্ষ নারী এবং বালিকার ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: ৪

লক্ষীত জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্টান সমুহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও সাড়া প্রদানে কার্যকর ভাবে সক্ষম করা ।

সৌহার্দ্য কর্মসুচীর নীতিমালা:

- অতি দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া
- কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত অংশ গ্রহন মূলক প্রক্রিয়া (Community Led Process)
- অবকাঠামোগত কাজের পূর্বে Software–এর কাজ করা।
- অবহেলিত এলাকা এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- নারী পুরুষের "সাম্যতা" বিষয়টিকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করা।
- অধীকার ভিত্তিক কর্মসুচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
- পরিবেশগত সমীক্ষা ও পরিবীক্ষন করা।
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা, ঠিকাদারীর ভিত্তিতে নয়।

কাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম :

সৌহার্দ্য কর্মসূচী কিছু কাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে সেগুলো হল:

- কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) নির্মান।
- বাজার নির্মান।
- সামাজিক স্থান (Community Place) উচুকরন।
- গ্রাম সম্প্রসারন (Mound Extension)
- পুকুর/খাল খনন বা পুনঃ খনন। ও স্কুল বা বাজার সংযোগ সড়ক নির্মান।
- গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মান।
- গভীর ও অগভীর নলকূপ নির্মান।
- গ্রুপ লেট্রিন স্থাপন ও টিউব ওয়েল মেরামত।
- ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মান।

কাঠামোগত কাজ : (শুরু হতে শেষ সময় পর্যন্ত অর্জন)

কাজের ধরন	করিমগঞ্জ উপজেলা অর্জন	ইটনা উপজেলা অর্জন	তাড়াইল উপজেলা অর্জন	সর্বমোট
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল তৈরী	–	০৩ টি	–	০৩ টি
ইউনিয়ন পরিষদ কম্পলেক্স তৈরী	০১ টি	–	–	০১ টি
মহিলা মার্কেট নির্মান	–	–	০১ টি	০১ টি
মিউনিটি রিসোর্স সেন্টার তৈরী	০১ টি	০১ টি	০১ টি	০৩টি
কমিউনিটি প্লেইস উন্নয়ন	০১ টি	০৪ টি	–	০৫টি
ফসল রক্ষা বাধ নির্মান	–	০৫	–	০৫ টি
মাটি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারন	–	১১ টি	–	১১টি
সংযোগ রাস্তা নির্মান	০২ টি	০৩ টি	০২ টি	০৭ টি
কমিউনিটি লেট্রিন তৈরী	৫ টি	০৫ টি	০২ টি	১২টি
ফসল রক্ষা বাধ তৈরী	–	০৫ টি	–	০৫টি
ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	০৬ টি	১৪ টি	০১ টি	২১ টি

ওআরএ সৌহার্দ্য কর্মসূচীর আওতায় ইটনা উপজেলার অধীন রায়টুটি ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে নির্মিত বন্যা প্রতিরোধ দেয়াল।

অবকাঠামোগত কাজ সমূহ:

- প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা
- বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন
- স্কুল ব্যবস্থপনা কমিটি (এস এম সি) ও প্যারেন্ট টিচার এসোসিয়েশন (পি টি এ) গঠন
- সঞ্চয় দল, কিশোর–কিশোরী দল, মায়েদের দল ও সাংস্কৃতিক দল গঠন

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন:

- মাঠ ফসল আবাদ / শাক সবজী আবাদ প্রশিক্ষন
- সমন্বিত বসতবাড়ি উন্নয়ন প্রশিক্ষন
- মৎস চাষ প্রশিক্ষন
- আই জি এ প্রশিক্ষন

নির্দিষ্ট উপকারভোগীদের মাঝে আয় ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উপকরনগুলো প্রদান করা হয় :

- সবজির বীজ বিতরন ও ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরন।
- গরু–ছাগলের ও হাঁস–মুরগীর বাচ্চা বিতরন।
- মাছের পোনা ও নৌকা বিতরন।
- মাছ ধরার জন্য জাল বিতরন।
- সেলাই মেশিন বিতরন।
- রিক্সা বিতরন।

সৌহার্দ্য কর্মসূচীতে খাদ্য সহায়তার ধরন:

- কাজের বিনিময়ে খাদ্য– আকাল/মন্দাকালীন সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থান। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অভাবকালীন সময়ে পরিচালিত হবে। ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে কাজের বিনিময়ে খাদ্যকর্মসূচী বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হবে ।
- গর্ভবতী ও ০–২ বছর বয়সী শিশুর মায়েদের– পুষ্টি চাহিদা পূরন কল্পে খাদ্য বিতরন ।
- দুর্যোগ কালীন বিশেষ মূহুর্তে জরুরী ত্রান প্রদান।

গর্ভবতী ও ০-২ বছর বয়সী শিশুর মায়েদের- পুষ্টি চাহিদা পূরন কল্পে খাদ্য বিতরন ।

সম্পূরক খাদ্য বিতরন (গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মা) প্রতি জনকে গম ১২ কেজি, তেল ১.৫ কেজি, ডাল ০.৫ কেজি (প্রতি মাসে একবার) প্রদান করা হত। প্রকল্প শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৯৫৩ জন মাকে সম্পুরক খাবার বিতরন করা হয় । নিম্নে তাদের তথ্য প্রদান করা হলো।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মাদের সংখ্যা		উপজেলা ভিত্তিক উপকারভোগী	সর্ব মোট উপকারভোগী
		গর্ভবতী মাদের সংখ্যা	দুগ্ধবতী মাদের সংখ্যা		
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	১০০৩ জন	২০৫৬ জন	৩০৫৯ জন	৯৯৫৩ জন
	ইটনা	১৮৪০জন	৪১২২ জন	৫৯৬২ জন	
	তাড়াইল	৩৩০ জন	৬০২ জন	৯৩২ জন	

সৌহার্দ্য কর্মসূচীর অন্যান্য কার্যক্রম :

- লক্ষিত খানা ও গ্রাম গুলোতে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যাবহার নিশ্চিত করা
- লক্ষিত গ্রাম গুলোতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে গ্রামবাসীদের নিয়ে গ্রাম/ইউনিয়ন/ উপজেলা পর্যায়ে মিটিং/কর্মশালা করা।
- বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পুনঃগঠন করা।
- নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন এবং সহায়তা প্রদান।
- লক্ষীত জনগোষ্টীকে সরকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা
- বিভিন্ন সচেতন মূলক ক্যাম্পেইন, র‌্যালী, কর্মশালা ও আলোচনা সভা করা।

এক নজরে ২০০৬ ইং হতে ফেব্রুয়ারী-২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত সৌহার্দ্য কর্ম এলাকায় উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরন:

জেলার নাম	কাজের ধরন	উপজেলার নাম			মোট উপকার ভোগী
		করিমগঞ্জ	ইটনা	তাড়াইল	
কিশোরগঞ্জ	সমন্বিত বসতবাড়ী উন্নয়ন (বীজ, ছাগল, মুরগী, ফলের চারা, বেড়ার জন্য জাল, ঝরনা, নিড়ানী, কোদাল, কলসী বিতরন)	৮৩১	১৪২২	২২০	২৪৭৩ জন
	সবজী চাষ (বীজ, বেড়ার জন্য জাল, ঝরনা, কোদাল, কলসী, ছুইডার বিতরন)	৬০২	১৪০৭	১৭৫	২১৮৪ জন
	মাছ চাষের জন্য জাল, নৌকা	২১৩	৯০৩	১২৪	১২৪০ জন
	আয় ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য গরু/ ছাগল/ নগদ টাকা বিতরন (প্রতিজনকে গড়ে ৩,০০০.০০ টাকা থেকে ৬,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ।	১৯৪২	৩৩২৯	৫৫৬	৫৮২৭ জন
	গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে ত্রিপাল, স্পেপার, ফ্লিপচার্ট, নারী বই,স্থানীয় সরকার ও জনঅংশগ্রহন বই,সবজী চাষ ও মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন মডিউল বিতরন।	০৪ টিইউনিয়ন	০৯ টি ইউনিয়নন	০১ টি ইউনিয়ন	১৪ টি ইউনিয়ন
	ইউনিয়ন পরিষদে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য উপকরন সেট (টর্চ লাইট ৩ টি, ভয়া, ৩ টি, হ্যান্ডমাইক ৩ টি ও স্টেচার ১টি) বিতরন	০৪ টিইউনিয়ন	০৯ টি ইউনিয়নন	০১ টি ইউনিয়ন	১৪ টি ইউনিয়ন
	পাইলটিং ভিডিসি গঠন (৩ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান)				০১ টি

উল্লেখ্য যে কর্মসূচীটি ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং তারিখে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পটির কার্যক্রম ফেইজ আউট হয়ে যায়।

০৪.নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন ঃ

ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরনঃ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্টীর স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভুগতে হয় তাদের। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কারন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্প এলাকায় এনজিও ফোরাম ফর ড্রিকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছ। স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়গুলি হলোঃ

→ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

→ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করন।

→ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা।

এ কাজ গুলোর সঠিক বাস্তবায়ন কল্পে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়ঃ যেমন

- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং
- উঠান বৈঠক ও স্কুল মিটিং এবং ইমাম ওরিয়েন্টেশন

০৫. আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ

বিদ্যালয়বীহিন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থপন

শিক্ষা সর্বত্র মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে , মানুষও ক্রমবর্ধমানভাবে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারের সর্বাত্বক চেষ্টা একটি গনতান্ত্রিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে । এজন্য দরকার শিক্ষা নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গনতন্ত্রায়ন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষন ইউনিট , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রালয় শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ ইউনিয়নের বিদ্যালয় বিহীন গ্রাম মাঝিরকোনায় একটি ৭০ ফুট দীর্ঘ বারান্দা সহ চৌচালা টিনের ঘর তৈরী করা হয়। স্কুল গৃহটি ডিসেম্বর ২০০৫ ইং তারিখে সম্পন্ন করে বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও চার জন শিক্ষক/ শিক্ষয়ীত্রি নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা কারী সংস্থা ও,আর,এ এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সার্বিক তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

০৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

০৬.ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার মাঝে করিমগঞ্জ উপজেলার বেশরি ভাগ এলাকাই হলো হাওর এলাকা। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬০%। এর মাঝে করিমগঞ্জের অবস্থা আরও করুন। যা হউক পিছিয়ে পরা জন গোষ্টীর ছেলে মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রাক এর সহায়তায় নভেম্বর-২০০২ ইং হতে শুরু করে ডিসেম্বর-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জানুয়ারী ২০০৬ ইং তারিখ থেকে তিন বৎসর মেয়াদী ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ডিসেম্বর-২০০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে তারা উচ্চতর ক্লাশে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া EC-এর অর্থায়নে নভেম্বর-২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত সমাজে পিছিয়ে পরা ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৮ স্কুল শুরু করে অতি সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এসব স্কুলের শিক্ষার্থীগন বিভিন্ন সরকারী এবং রেজিষ্টার প্রইমারী স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে।নিম্নে স্কুলের তথ্য প্রদান করা হলোঃ

- EC-এর অর্থায়নে ব্র্যাক-এর সহায়তায় পরিচালিত স্কুলের তথ্যঃ

জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
		নোয়াবাদ	০৫ টি	৪২জন	১০৮ জন	১৫০ জন
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	জয়কা	০৮ টি	৬২ জন	১৭৮ জন	২৪০ জন
		বারঘরিয়া	০৪ টি	৩৫ জন	৮৫ জন	১২০ জন
		কাদির জংগল	০৪ টি	৩৬ জন	৮৪ জন	১২০ জন
		জাফরাবাদ	০৭ টি	৫৬ জন	১৫৪ জন	২১০ জন
		নিয়ামতপুর	০৫ টি	৪১ জন	১০৯ জন	১৫০ জন

		করিমগঞ্জ	০৪ টি	৩৬ জন	৮৪ জন	১২০ জন
		দেহুন্দা	০১ টি	০৯ জন	২১ জন	৩০ জন
	মোট	০৮ টি	৩৮ টি	৩১৭ জন	৮২৩ জন	১১৪০ জন

০৬.খঃ রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন (রস্ক প্রকল্প)

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে ঝরে পরা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য **রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন (রস্ক প্রকল্প) যা আনন্দ** স্কুল নামে পরিচিত। স্কুলটি পরিচালিত হবে পাঁচ বৎসরের জন্য। ও,আর,এ রস্ক প্রকল্প বাস্ত বায়ন করার জন্য ইতোমধ্যেই চুক্তি বদ্ধ হয়েছে। জুলাই ২০০৫ ইং তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১০ ইং সনের পরিচালিত স্কুলের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			সহায়ক সহায়িকার সংখ্যা		
				ছেলে	মেয়ে	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	দেহুন্দা	০১ টি	১০	২০	৩০	০২ জন	০৭ জন	০৯ জন
		নিয়ামতপুর	০৪ টি	৩০	৬০	৯০			
		নোয়াবাদ	০৪ টি	৫০	৮০	১৩০			
	মোট	০৩	০৯ টি	৯০	১৬০	২৫০	০২ জন	০৭ জন	০৯ জন

০৭. গৃহায়ন কর্মসুচীঃ

কর্মসুচীর লক্ষ্যঃ সমাজে পিছিয়ে পরা জন গোষ্ট কে সহজ শর্তে ঋন প্রদানের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থর উন্নয়ন ।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মানুষের ৫ টি মৌলিক চাহিদার একটি হলো বাসস্থন । কিন্ত দেশের প্রায় ৫০ % গরীব জনগোষ্টী প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ঘর করতে পারে না । বাংলাদেশ সরকার তাই বেসরকারী প্রতিষ্টানের মাধ্যমে গরীব মানুষের গৃহ নির্মান কল্পে একটি **"গৃহ নির্মান কর্মসুচী"** ইতিপূর্বেই চালু করেছে । ওআরএ বিগত জানুয়ারী-২০১০ ইং তারিখে উক্ত প্রকল্পে অন্ত র্ভুক্ত হয়ে ইতোমধ্যেই ৩২ টি ঘর তৈরী করে দিয়েছে । প্রতিটি ঘরের জন্য ঋ বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে ৩৫,০০০/= টাকা ঋনের সার্ভিস চার্জ হলো শতকরা ৫ %
(Reduced Balanced Method)

যাকাত ফাউন্ডের অর্থে পরিচালিত অসহায় ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা অর্থ প্রদান করছেন সংস্থার উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুস সোবহান ও ব্যবস্থাপক মোঃ ছানাউল হক।

০৮. মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা :

ফেব্রুয়ারী-২০০৮ ইং থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর প্রবন সুতারপাড়া ইউনিয়নে অতি দরিদ্র ৩০০ জন মাদের নিয়ে **মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী** চালু করে ফেব্রুয়ারী -২০১০ ইং সনে অতি সফলতার সাথে তা সম্পন্ন করা হয় ।

কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিলঃ

লক্ষিত মাদের মাঝে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে লক্ষীত জনগোষ্টীর স্বাস্থ্য পুষ্টির মান উন্নয়ন। এ প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারী-২০১০ ইং তারিখে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে

পুষ্টিকর খাবার রান্না করার কৌশল প্রদর্শন করছেন উপকারভোগী ও প্রশিক্ষক স্বাস্থ্যকমীর আঞ্জুমান আরা বেগম।

যাওয়ায় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন **(বিএনএফ)** পুনরায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি এবং এইচ,আই,ভি এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচী নামে পুনরায় ডিসেম্বর- ২০১০ ইং তারিখ থেকে প্রকল্পটি নতুন করে শুরু হয় ।

০৯. হাইজিন , ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন:

কর্মসুচীর লক্ষ্য

প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ) মাধ্যমে টেকসই স্বাস্থ্য সম্মত আচরন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অনুশীলন করা।

কর্মসুচীর উদ্দেশ্য:

- স্বাস্থ্য সম্মত আচরন পরিবর্তনের স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।
- স্থানীয় জনগোষ্টির নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (সিএলটিএস)
- নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার আওতা বা কভারেজ বাড়ানো।
- উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সমুহ অর্জনের কার্যকর অবদান রাখতে সকল পর্যায়ে সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান ও বেসরকারী ষ্টেক হোল্ডারদের সামর্থ বৃদ্ধি করা।
- স্বাস্থ্য সম্মত আচরন পরিবর্তন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সমুহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন।

কর্ম এলাকা:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড সংখ্যা	খানা সংখ্যা	লোক সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
ফেনী	পরশুরাম	১নং মির্জানগর	০৯	৪৩৪৬	১২৪৫৯	১২৮৮৯	২৫৩৪৮
কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	মহিনন্দ	০৯	৪১৯৪	১১৬৭২	১১৩০৬	২৩৯৭৮
০২ টি	**০২ টি**	**০২ টি**	**১৮ টি**	**৮৫৪০**	**২৪১৩১**	**২৪১৯৫**	**৪৮৩২৬**

জানুয়ারী ২০১০ ইং হতে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি:

কর্ম এলাকা	**পরশুরাম**		**কর্ম এলাকা**	**কিশোরগঞ্জ**	
কাজের ধরন	**লক্ষ মাত্রা**	**অর্জন**	**কাজের ধরন**	**লক্ষ মাত্রা**	**অর্জন**
সিডিএফ মিটিং	২০৪ টি	২০৪ টি	সোসাল ম্যাপিং	২৫	২৫
উপ প্রকল্প গঠন	১৭ টি	১৭ টি	উপ প্রকল্প গঠন	২৫	২৫
উঠান বৈঠক	১৪৪ টি	১৮৩টি	উপ প্রকল্প অনুমোদন	২৫	২০
এ্যাডভোকেসী মিটিং	০৫ টি	০৩ টি	চাইল্ড টু চাইল্ড এপ্রোচ সেসন (স্কুলের শিক্ষার্থীদের	০২	০২
টি ষ্টল মিটিং	১২০ টি	৯৪ টি	স্কুল ওয়াটসান ফলো আপ মিটিং	০১	০১
গভীর টিউব ওয়েল স্থপন	৪২ টি	৪২ টি	ওয়ার্ড ওয়াটসান প্রোমোশন মিটিং	০১	০১
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থপন	২৪০ টি	৬১৮ টি	হাইজিন সেসন বিষয়ক উঠান বৈঠক	১৮	১৮
ইউনিয়ন ওয়াটসান মিটিং	১২ টি	১২ টি			
ওয়ার্ড ওয়াটসান মিটিং	১০৮ টি	৮৭ টি			
স্কুল সেশন	**০৯ টি**	**০৫ টি**	**বিদ্র: কিশোরগঞ্জ এলাকায় কাজ শুরু হয় জুলাই-২০১০ ইং তারিখ**		

১০. শিক্ষার মান উন্নয়নে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম:

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এ নীতিকে সামনে রেখেই ওআরএ তার সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়নে গনসাক্ষরতা অভিযানের একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম যথা, সেমিনার ও পাঠক মতামত যাচাই ইত্যাদি কর্মসূচী চাহিদা মোতাবেক আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আলোচনা অনুষ্টান, র‌্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বসাধারনের মাঝে শিক্ষা / সুশিক্ষা সম্পর্কে গন সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

১১.ক. জাকাত তহবিল :

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচী চালাতে যেয়ে ওআরএ প্রকৃত অর্থে পংগু ,দুস্থ,এতিম এবং সমাজের হত দরিদ্রদের জন্য স্থায়ীভাবে কোন কর্মসূচী চালু করতে পারেনি। এ উপলব্ধি থেকেই ওআরএ তার কর্ম এলাকায় সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করে গরীব এতিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং পংগু মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কল্পে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে ঘুর্নিঝড় সিডর–এ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করে। কিন্তু তা ক্ষনস্থায়ী। পরবর্তীতে অক্টোবর–২০০৮ ইং থেকে জাকাতের অর্থে স্থায়ীভাবে গরীব মানুষের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করে। মাসে দুই বার বিনা মূল্য ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমটি কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের নানশ্রী এবং রামনগর এবং নান্দাইল উপজেলার পরিচালনা করা হচ্ছে।

১২.প্রশিক্ষন:

জ্ঞান–বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সম্মিলিত জীব হলো মানুষ। মানুষের মাঝেই আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারো মাঝে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যূনতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ওআরএ তার নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে কর্মী এবং উকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষনের তথ্য প্রদান করা হলো:

অনাবাসিক /আবাসিক প্রশিক্ষন :

ক্র.নং	প্রশিক্ষনের শিরোনাম	মেয়াদ কাল	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষনার্থীর ধরন	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষন	০১ দিন	১১ টি	শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক / শিক্ষিকা	–	১০	১০
০২	প্রকল্প ফেইজ আউট কর্মশালা	০১ দিন	০৩ টি	সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা	৯৫	১৩	১০৮
০৩	সিডিএফ মেম্বারদের ওরিয়েন্টশন	০১ দিন	১৫ টি	সিডিএফ মেম্বার	৯৪	৪৫	১৩ ৯
০৪	কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরদের ওরিয়েন্টেশন	০৩ দিন	০১ টি	কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরদের	০৯	০৯	১৮
০৫	হাত ধোয়া প্রশিক্ষন	০১ দিন	৪০ টি	লক্ষিত জনগোষ্ঠী	৩৬৫	৩৪৫	৭১০
				সর্বমোট	**৫৬৩**	**৪২২**	**৯৮৫**

১৩. উপসংহার:

অধীকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই এবং সময়েরও ব্যাপার। তা ছাড়াও রয়েছে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। ভিত্তহীনদের আজকের আর্থ–সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি, ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবে না। তবে আমাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ যায়নি, যদি না সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দায়িত্বশীল কর্মী বাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায় তবে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহন ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্ম প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের দায়িত্বশীল উন্নয়ন।

সংস্থর সাধারন পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্র.নং	নাম	ঠিকানা	পেশা
০১	মোঃ জালাল উদ্দীন	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলাঃকিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০২	মোঃ আলী আকবর	গ্রামঃ গুলবাগ,পোঃ পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
০৩	এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম	গ্রামঃরামনগর,পোঃজয়কা,উপজেলাঃকরিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।	চাকুরী বেসরকারী
০৪	মোঃ আনোয়ারুল হুদা	৪৪২,চর শোলাকিয়া, জিলাঃকিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
০৫.	মোছাঃ শেলীনা আক্তার	গ্রামঃ নানশ্রী,পোঃ নানশ্রী,উপজেলাঃ করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৬.	হাসিনা আক্তার	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জিলাঃকিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৭.	সুফিয়া আক্তার খাতুন	গ্রামঃহাই–ধনখালী,পোঃ+উপজেলাঃকরিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৮.	মোঃ মাহবুবুল আলম	গ্রামঃহাজীপুর,পোঃমাথিয়া, উপজেলা+ জেলাঃকিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০৯.	সাঈদা সুখায়না	গ্রামঃ রামনগর, পোঃ জয়কা, উপজেলাঃকরিমগঞ্জ,ি কশোরগঞ্জ	গৃহিনী
১০.	মোঃ বদরুল ইসলাম	গ্রামঃ রামনগর,পোঃ জয়কা, পজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১১.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	গ্রামঃ নানশ্রী, পোঃ জয়কা, উপজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১২.	মোঃ নুরুল ইসলাম	গ্রামঃ কলাবাগ, পোঃ য়কা,উপজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৩.	মোঃ সুলতান মাহমুদ	গ্রামঃ মহব্বতপুর,পোঃজংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১৪.	মোঃ মতিউর রহমান	আঠারোবাড়ী কাচারী মোড়, কিশোরগঞ্জ।	আইন ব্যবসা
১৫.	মোঃ সিরাজুল হক	গ্রামঃদেহুন্দা,পোঃ দেহুন্দা, করিমগঞ্জ, জিলাঃকিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
১৬.	মোঃ আসাদ উল্লাহ	গ্রামঃ সিংগুয়া, পোঃ+ উপজেলাঃ করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৭.	মোঃ জহিরুল ইসলাম	গ্রামঃ কিরাটন বিচারকান্দা, উপজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৮.	মোঃ ইব্রাহীম	গ্রামঃ কানাইনগর,পোঃজয়কা,পজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	কৃষি
১৯.	মোঃ ওমর ফারুক	গ্রামঃ পাটুয়া ভাংগা,পোঃ হুসেন্দী,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা
২০.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	গ্রামঃ মথুরা পাড়া, পোঃ নানশ্রী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২১.	মোঃ গোলাম মস্তুফা	গ্রামঃ নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী, করিমগঞ্জ, জিলাঃকিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২২.	মোঃ খাজেমুল ইসলাম খান	গ্রামঃ গাংগাইল,পোঃ বৌলাই, করিমগঞ্জ, কশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
২৩.	মোঃ রোকন উদ্দীন	গ্রামঃ কলাবাগ, পোঃ জয়কা, করিমগঞ্জ, জলাঃকিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা

সংস্থর কার্যকরী পরিষদের তালিকাঃ

.ন	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	মোঃ জালাল উদ্দীন	সভাপতি	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলাঃকিশোরগঞ্জ।
০২	মোঃ আলী আকবর	সহ–সভাপতি	গ্রামঃ গুলবাগ,পোঃ পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।
০৩.	এ্যাড. ফকির মোঃমাজহারুল ইসলাম	সম্পাদক	গ্রামঃরামনগর,পোঃজয়কা,উপজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।
০৪.	হাসিনা আক্তার	কোষাধ্যক্ষ	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জিলাঃকিশোরগঞ্জ
০৫.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সদস্য	গ্রামঃ নানশ্রী, পোঃ জয়কা, উপজেলাঃকরিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ
০৬.	মোঃ জয়নাল আবেদীন	সদস্য	গ্রামঃ মথুরা পাড়া, পোঃ নানশ্রী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৭.	মোঃ রোকন উদ্দীন	সদস্য	গ্রামঃ কলাবাগ, পোঃ জয়কা, করিমগঞ্জ, জলাঃকিশোরগঞ্জ।

সংস্থর দাতা সদস্যের নাম

ক্রম.	নাম	ঠিকানা
০১.	আলহাজ্ব ফকির মোঃইদ্রিস মাষ্টার	গ্রামঃ রামনগর, পোঃ জয়কা, থানাঃ করিমগঞ্জ, জেলাঃকিশোরগঞ্জ
০২.	আলহাজ্ব এ্যাডঃ মোঃছাইদুর রহমান	গ্রামঃ নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী, থানাঃ করিমগঞ্জ, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ
০৩.	এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম	গ্রামঃ রামনগর, পোঃ জয়কা, থানাঃ করিমগঞ্জ, জেলাঃকিশোরগঞ্জ
০৪.	বেগম জাহানারা সাঈদে	গ্রামঃ নানশ্রী, পোঃ নানশ্রী, থানাঃ করিমগঞ্জ, জেলাঃকিশোরগঞ্জ
০৫.	সাঈদা সোখায়না	গ্রামঃ রামনগর, পোঃ জয়কা, থানাঃ করিমগঞ্জ, জেলাঃকিশোরগঞ্জ
০৬.	আব্দুস সাত্তার মিয়াজী	গ্রামঃ জংগল পুর, পোঃতাড়াশাইল, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
০৭.	মোঃ শফিকুল হক চৌধুরী	ব্যবস্থপনা পরিচালক, আশা, ঢাকা
০৮.	মোহাম্মদ আলী	গ্রামঃ জংগল বাড়ী,পোঃ জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৯	মি. সুশীল কুমার রায়	ভাইস প্রেসিডেন্ট, আশা, ঢাকা।
১০	এস,এম মোর্শেদ	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১১	এস মাহমুদ চৌধুরী	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, সেব দি চিল্ড্রেন, ঢাকা।
১২	শেলিনা আক্তার	গ্রামঃ নানশ্রী,পোঃ নানশ্রী,উপজেলাঃ করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ